

একজন রাজাকার পিটানোর আশায়

অরপি আহমেদ

আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীন একটি দেশের জন্য
দীর্ঘ প্রায় দশটি মাস তিনি তাঁর স্ত্রী ছেলে মেয়েকে ছেড়ে
চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিতে।
আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। এই
অপরাধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, তাদের দোষের
রাজাকার আলবদর বাহিনী বোমার আঘাতে
আমাদের ঘর বাড়ী সব ভেঙ্গে দিয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় নয়টি মাস
আমার মা ভাই বোন মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে
পালিয়ে পালিয়ে না খেয়ে দিন কাটিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস
বাবাকে কাছে না পেয়ে, বাড়ী ঘর হারিয়ে মানুষের
বাড়ীতে বাড়ীতে যাযাবরের মত দিন কাটিয়ে বাবার কাছ থেকে
আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে আমাদের পরিবার, আমাদের
গ্রামের মানুষ। জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত করে তুলেছিল
আমাদের গ্রামের আকাশ বাতাস। মুক্তি বাহিনীর
থাকা খাবার ব্যবস্থা করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং রাজাকার আলবদর বাহিনীর
বিরুদ্ধে মুখমুখি যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে। এবং
এই করেই আমাদের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস কাটিয়েছে
আমাদের পরিবার এবং আমাদের গ্রামের মানুষ।

অবশেষে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হল। একটি স্বাধীন
বাংলাদেশের জন্ম হল। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন পতাকা হল। একটি
জাতি, বাঙালী জাতি তার জাতি স্বত্বা পেল। একটি জাতি
একটি ভাষা পেল, বাংলা ভাষা। আমার বাবা এবং
তাঁর মতো আরো লাখো মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে, কষ্টের বিনিময়ে
অগনিত মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া একটি স্বাধীন দেশে
আমি নিঃশ্বাস নিয়ে বড় হয়ে উঠলাম।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে

আমার বাবা গর্ব বোধ করে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে
যুদ্ধ করে বাবা আমার গর্ব বোধ করে। রাজাকার আলবদর বাহিনীর বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে আমার বাবা
গর্ব বোধ করে। একটি স্বাধীন পতাকা পেয়ে আমার বাবা গর্ব
বোধ করে। আমাদেরকে একটি ভাষা, বাংলা নামের একটি ভাষা
দিতে পেরে আমার বাবা গর্ব বোধ করে। একটি স্বাধীন দেশে
স্বাধীন ভাবে আমাদেরকে বড় হতে দেখে আমার বাবা গর্ব বোধ করে।

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যায়। আমার বাবার বয়স
প্রায় নব্বই হয়। এই বয়সে আমার বাবা বারে বারে দুঃখিত হয়। বলেন
যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিলাম সেই
স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার আলবদর বাহিনী আবার
তাদের হায়েনার দৃষ্টি মেল ধরেছে। বাবাদের, যুদ্ধ করে
অর্জিত স্বাধীন সোনার বাংলাদেশে আবার হায়েনার দৃষ্টি পড়েছে।
আবার দেশ বিরোধীরা

খাবলে ধরেছে সোনার বাংলার গলা।

বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসেছে রাজাকার আলবদর। বাবার কষ্ট বেড়ে
যায়। বাবা বলেন, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন পতাকা
বানিয়েছি, সেই পতাকা বাহিত গাড়ীতে চড়ে রাজাকার আলবদর বাহিনী আজ
স্বাধীন বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবার কষ্ট হয় যখন তিনি দেখেন তাঁর মত
অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলায় অনাদরে বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে
মরে যায় তাদেরই রক্তে বানানো এই সোনার বাংলায়। তিনি আমার দিকে
আঙ্গুল তুলে বলেন, তোমাদেরকে একটি দেশ দিয়েছিলাম। যাদের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করে এই দেশটি তোমাদেরকে ছিনিয়ে এনে দিয়েছিলাম সেই দেশে এখন
রাজাকার আলবদরেরা রাজত্ব করে। তুমি কি লজ্জা পাওনা। তুমি কি তোমার
মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে লজ্জিত করনা? বাবা

বলেন, তোমাকে একটি পতাকা এনে দিয়েছিলাম, একটি ভাষা
এনে দিয়েছিলাম। যারা সেই পতাকা, সেই ভাষার বিরোধিতা করেছিল
তোমার চোখের সামনে তারা এখন তোমার স্বাধীন দেশে রাজত্ব করে
বেড়ায়। তোমার কি লজ্জা হয়না। একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে তুমি
এইরকম এক মেরুদণ্ডহীন হলে কিভাবে?

বাবা আমার বয়সের ভারে নুয়ে চলে। ঠিকমত কোনকিছু মনে রাখতে পারেনা।
কিন্তু দেশ, পতাকা, ভাষা, স্বাধীনতার কথা ভুলতে পারেনা। দীর্ঘ নয় মাসের
রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের কথা ভুলতে পারেনা। পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে
গর্ব করে বলে দেখ, বঙ্গবন্ধুর চিঠি। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন - প্রিয় জালাল দেশ
স্বাধীন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সেই চিঠি পেয়ে তোমাদের সবাইকে ছেড়ে
তোমাদের জন্য একটি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে
সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। দেশ স্বাধীন করেছিলাম। সেই স্বাধীন
দেশের মুক্ত হাওয়ায়
বেড়ে উঠা এই তুমি। একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এই তুমি। তোমারই চোখের
সামনে আবার সেই হায়েনারা ক্ষমতায় বসেছে,
বাংলাদেশের পতাকাকে কামড়ে ধরেছে।
তোমার কি লজ্জা হয়না! একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে তুমি কি পারনা
একজন রাজাকারকে পিটাতে! বঙ্গবন্ধুর মত এই স্বাধীন বাংলাদেশে কি
কোন নেতা তৈরী হয়নি যে তোমাদেরকে এইসব রাজাকারদেরকে পিটাবার
জন্য একটি চিঠি লিখবে? তোমাদের কি লজ্জা হয়না এইভাবে রাজাকারের
অধীনস্থ হয়ে বসবাস করতে? একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে
তোমার রক্ত এমন কাপুরুষের রক্তে কেন পরিনত হল?
লজ্জা হয়না তোমার? তোমাদের লজ্জা হয়না কেন?

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর চলে যায়। বাবার কথায় আমার
মাথা নিচু হয়। আমি লজ্জা পাই।
লজ্জায় অপমানে চোখ দিয়ে পানি পড়ে। আমি এক মেরুদণ্ডহীন প্রানী।
আমার গর্ব করার মত কিছু নেই। আমি আমার মুক্তিযোদ্ধা
বাবাকে লজ্জায় ফেলি বার বার। বাবা ফেল ফেল করে আমার দিকে
তাকায়! আমি লজ্জিত হই। গুমরে উঠে আমার ভিতর বাহির। আমার
এই লজ্জা আমি রাখি কোথায়? আমার বাবার দেয়া
স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার আলবদরের রাজত্ব চলে। আমি কিছু
করতে পারিনা, এই লজ্জা আমি ঢাকতে পারিনা। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার
সন্তান হয়ে আমারই চোখের সামনে রাজাকারেরা স্বাধীন বাংলার পতাকাবাহীত
গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, এই লজ্জার কথা আমি কার কাছে বলি?
স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরে যায়।
এই লজ্জা আমি রাখি কোথায়? যুদ্ধের নয়টি মাস বাবা আমার

হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছে। পাক রাজাকার আলবদর
মেয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যায়। এই এতগুলো দিনে
এই আমি বাবার দেয়া একটি স্বাধীন
দেশে বড় হয়ে, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে আমি
একজন রাজাকারকে পিটাতে পারলাম না
এই লজ্জা আমি রাখি কোথায়।

আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে চলাফেরা করি। যখনই আমি তাঁর সামনে পড়ি
নিজের কাছেই বারে বারে ছোট হয়ে যাই। তাঁর চোখে তাকাতে পারিনা। কখনও
যদি তাঁর চোখে চোখ পড়ে মনে হয় তিনি বলছেন, তোমার কি লজ্জা হয়না?
আর কি চাও আমাদের কাছে? যুদ্ধ করে তোমাদেরকে
স্বাধীন একটি দেশ দিয়েছিলাম। একটি পতাকা দিয়েছি, একটি ভাষা
দিয়েছি। কত রাজাকার আলবদরকে
মেয়ে এই দেশ স্বাধীন করে তোমাদের উপযুক্ত করে তোমাদের হাতে তুলে
দিয়েছিলাম। কি করেছে তোমরা, কি করেছে তোমরা আমাদের
রক্তে অর্জিত এই স্বাধীন বাংলাদেশকে?
স্বাধীনতার এই পঁয়ত্রিশ বছরে তোমরা আবার বাংলাদেশের মসনদে রাজাকার
আলবদরদের বসিয়েছ! যেখানে রাজাকারদের পিটায়ে দেশ ছাড়া করার কথাছিল
তোমাদের। সেখানে তোমরা তাদেরই
হাতে আমাদের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতার পতাকা তুলে দিয়েছ!
লজ্জা করেনা তোমাদের?

আমি লজ্জায় নত হই। আমার দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ে।
আমি আমার লজ্জা ঢাকার কোন জায়গা খুঁজে পাইনা। আমার বাবার দেয়া এই স্বাধীন
বাংলাদেশকে আমি রক্ষা করতে পারছিনা। আমারই চোখের সামনে রাজাকার
আলবদরেরা আমার বাবার রক্ত অর্জিত, কষ্টে অর্জিত বাংলাদেশে রাজ করে। আমি
আমার বাবার উপহার দেয়া বাংলাদেশকে হায়েনার কবল থেকে রক্ষা করতে
পারছিনা। আমার লজ্জায় বাবার চোখ জলে ভাসে। বলে
স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেল, একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হয়ে
তুমি আজ পর্যন্ত
একজন রাজাকারকে পিটাতে পারলেনা
তোমার কি লজ্জা হয়না। তোমাদের লজ্জা হয়না কেন?

স্বাধীনতার এই পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যায় তবুও আমার লজ্জা
বাড়ে বই কমে না। আমার বাবা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু সে
আমাকে নিয়ে গর্ব করতে পারেনা। আমার লজ্জা হয়না।
আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে চলাফেরা করি। সে
আমাকে দেখে না বলা ভাষায় আমার সকল না পারা নিয়ে
তিরস্কার করে। আমার লজ্জা হয়না। আমার বাবার দেয়া স্বাধীন
বাংলায় রাজাকার রাজ করে বেড়ায় আমার লজ্জা হয়না।

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর চলে যায়
এখনও আমি একজন রাজাকারকে পিটাতে পারলাম না।
বঙ্গবন্ধুর মত এই স্বাধীন বাংলাদেশ আরো একজন
বঙ্গবন্ধুর জন্ম কবে হবে যে আমাকে এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবে?
সেই নেতা কবে জন্ম নিয়ে কবে আমাকে
চিঠি লিখে বলবে – প্রিয় অরপি রাজাকার মারতে হবে।
স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পার হয়ে যায়, আমার এই লজ্জা ঢাকার জন্য
একজন রাজাকার পিটানোর আশায়
একজন রাজাকারের রাজনীতি বন্ধ করার আশায়
একজন রাজাকারকে পিটাইয়া বাংলাদেশ ছাড়া করার আশায়
আমাকে আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে?